সন্ত্রাস ঃ কলকাতা সত্তর

এক
যে ডাকে সে আমি নই, নিশি পাওয়া বিপন্ন যুবক।
মধ্যরাতের সেই ডাকে সন্ত্রাসে জেগেছে সারা পাড়া,
দোরগুলো বন্ধ হয়, আলো নেভে, ডুকরে ওঠে শিশু
আমার দেওয়ালে হাসে নিস্তাপ ত্রুশবিদ্ধ যিশু !

দুই
আলো আনবে বলে ওরা অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিল।
সিঁথির এ গলিটাকে লোকে বলত কানাগলি
যদিও পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ধরা দিত
আদিগন্ত মায়া !
সেরকমই এক রাতে ও গলির প্রতি ঘরে ঘরে
মুক্তির গোপন ইস্তেহার ফিরি করে ফিরছিল যে দীপ্ত কিশোর,
পরদিন প্রাতে দেখি এ গলির বীভৎস বাতাসে
পড়ে আছে তার দেহ, দেহ নয়
বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা ছিন্ন ভিন্ন লাশ...

পুলিশ রিপোর্টে ছিল
এ তল্লাট জুড়ে নাকি সে কায়েম করেছিল গোপন সন্ত্রাস !

তিন
এসো, এইখানে মুখোমুখি বসি।
আজ এ মাটিতে কোন দাগ নেই,
একদিন ছিল
উৎপন্ন ঘাসের পরে রক্ত জমেছিল
আজ নেই, এসো, এইখানে বসি মুখোমুখি।

এখানেই একদিন স্বপ্ন দেখেছিল এক অমল কিশোর,
স্বপ্ন আর এ্যা কসন্ অবশেষে মিশে
লোভ আর ক্ষমতার উৎসারিত বিষে

নীল হয়ে যাওয়া সব শিশুদের গালে
চুমা দিয়ে হাতে তুলে নিয়েছিল বোমা
পরাত্রান্ত স্বৈরাচার করে নাই তাকে কোন ক্ষমা।

রক্ত শুষে নিয়েছিল মাটি, মু থা ঘাস
যেন চন্দ্র তপে
জ্যোৎস্নার মায়াবী স্পর্শে স্নান করে আরক্ত পলাশ !
কোন কথা নয়, এসো,
অবেলায় শুনি আজ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে মোড়া
বাদের গন্ধআর সময়ের অবিনাশী স্বর
এখানেই একদিন স্বপ্ন দেখেছিল এক অমল কিশোর।।

অণাভ দাশগুপ্ত

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com